JAN. 08 2002

JAN. 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ন্যায়পাল নিয়োগ

১৯৮০ সালে প্রণীত ও সংসদে ধ্বনি ভোটে গৃহীত The Ombudsman Act, 1980 বর্তমান সরকার এক সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কার্যকর করিয়াছে গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ হইতে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত গেজেটে ন্যায়পালের যে আইন ও বিধান রাখা হইয়াছিল তাহাতে পরিবর্তিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন জরুরি বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান সংসদের আগামী অধিবেশনে ন্যায়পাল সংক্রান্ত আইন ও বিধানের সংশোধন করিয়া তাহা পাস করা হইবে। পূর্ববর্তী আইনের ৪ ও ৫ ধারায় উল্লিখিত ন্যায়পালের মর্যাদা, সম্মানী, পদ বিলাপ ও ইহার কার্যক্রম কিছুটা সংশোধন করিয়া বিলের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। বর্তমান খসড়া অনুযায়ী ন্যায়পালের মেয়াদকাল হইবে তিন বৎসর; মর্যাদা প্রধান বিচারপতির সমপর্যায়ের। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া ন্যায়পাল নিয়োগ বাতিল করা যাইবে না। বর্তমান ক্ষমতা অনুযায়ী সরকারের যে কোন অনিয়ম বা কোন মন্ত্রণালয় ও যে কোন সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতি তদন্ত করিয়া ন্যায়পাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া ন্যায়পাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন।

প্রশাসনের দুর্নীতি দমন ও স্বচ্ছতা আনয়নে এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়পাল নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে 'ন্যায়পাল' নিয়োগের বিষয়টি ধরিয়া ১৯৮০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ন্যায়পাল নিয়োগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্তী সাত্তার, এরশাদ, খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনার সরকার তাহা কার্যকর করিবার ফুরসৎ পায় নাই। কেন তাহারা এই ন্যায়-প্রতিষ্ঠার প্রায় অবিকল্প সাংবিধানিক পদে যোগ্য-প্রাজ্ঞ-সজ্জন কোন (বিচার ও প্রশাসনিক দক্ষতাসম্পন্ন) ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয় নাই, তাহা রহস্যের জালেই রহিয়া গিয়াছে। অথচ এরশাদ, খালেদা ও হাসিনার শাসনামলে ন্যায়পাল নিয়োগ লইয়া সরকারও রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মঞ্চে ঘোষণা দিয়াছে। বর্তমান সরকার প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যায়পাল আইন কার্যকর করিয়া প্রদত্ত নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করিল বলিয়া যে মন্তব্য আইনমন্ত্রী করিয়াছেন, তাহা সর্বাংশ সত্য হউক, সকলেই উহা চায়। কিন্তু ন্যায়পাল নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা দেখা দিবে। কারণ কোন সাবেক প্রধান বিচারপতিই এই পদলাভে স্বস্তিবোধ করিবেন না। কারণ ন্যায়পাল নাম ব্যতীত অন্যকোন ঊর্ধ্ব মর্যাদাই নূতন খসড়ায় রাখা হয় নাই। ন্যায়পাল স্বাধীন সত্তা লইয়া প্রশাসনের করাপশন তদন্ত করিয়া সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে। সরকার বা প্রশাসন সেই সুপারিশ অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইবে কি? যদি না লন, তাহা হইলেইবা কী হইবে? দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে গঠিত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহিত ন্যায়পালের কার্যক্রম পরস্পরের মুখোমুখি হইয়া পড়িবে। এক কাজের জন্য দুইটি সংস্থার লোকজন নিয়োজিত রাখা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বিবেচনার দাবি রাখে। সেই ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত স্বাধীন করাপশন কমিশন গঠন করা যাইতে পারে। কিংবা ন্যায়পাল ও করাপশন কমিশনের কাজ সমন্বিত করিয়া একটি সংস্থার হাতে দেওয়া যাইতে পারে। ন্যায়পাল নিয়োগ সংক্রান্ত মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিয়া কোন প্রজ্ঞাবান সাবেক বিচারপতিই এই পদ অলঙ্কৃত করিতে ইচ্ছুক হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অবিতর্কিত একজনকে ন্যায়পাল নিয়োগদানের পরই বোঝা যাইবে এই সাংবিধানিক পদে বহাল ব্যক্তি দেশের ন্যায়-বঞ্চিত মানুষের প্রত্যাশা কিছুটা হইলেও পূরণ করিতে সক্ষম হইবেন। সাধারণভাবে প্রশাসনিক দক্ষতা ও বিচারবোধসম্পন্ন লোকের অভাব রহিয়াছে সমাজে। বিচারপতিদের মধ্যেই বরং এই পদমর্যাদা পূরণক্ষম ব্যক্তি আছেন, যাহারা ন্যায় সমুন্নত করিতে আগ্রহী। তবে ন্যায়পাল কী কাজ করিবেন, কেমন করিয়া করিবেন, তাহার ক্ষমতার রশি কতদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারিবে– এই সকল বিষয় জাতীয় সংসদে, বিজ্ঞজন সমাজে আলোচনার পর গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করিয়া সংসদ বর্জন করা বিরোধী দলের এতদসংক্রান্ত মতামত গৃহীত হইলে ন্যায়পাল নিয়োগ সর্বসম্মত হইবে, যাহা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ও অন্যান্য অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতা কমাইতে সহায়ক হইবে।

আমরা বর্তমান সরকারের ন্যায়পাল আইনের সংশোধন, নিয়োগ ইত্যাদি পদক্ষেপকে স্বাগত জানাইতেছি। প্রশাসনের আগাপাসতলা জুড়িয়া স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি যে রকম জাঁকিয়া বসিয়াছে তাহার প্যাঁচ হইতে সাধারণজনকে বাঁচাইতে হইলে স্বাধীন ন্যায়পালের প্রয়োজন রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি জিয়া দুর্নীতির শিরশ্ছেদ কিংবা দমনের যে লক্ষ্য লইয়া ন্যায়পাল আইন করিয়াছিলেন, খালেদা জিয়া দ্বিতীয় দফায় আসিয়া তাহা কার্যকর করিবার উদ্যোগ লইয়াছেন। তবে নীতিনির্ধারকদের আন্তরিকতা এখানে মুখ্য। ন্যায়পাল নিয়োগে সুশীল সমাজের সহযোগিতা লইলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সরকার সফল হইবে।